দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ APR 27 1999
পৃঃ ৭ কলাম ৬

শিক্ষা অধিদফতর ও বেনবেইসের মধ্যে ঠান্ডা লড়াই

রেজানুর রহমান ॥ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের এমপিওভুক্তি এবং এমপিও সংক্রান্ত সংশোধনীর কর্তৃত্ব নিয়া শিক্ষা অধিদপ্তর এবং শিক্ষা তথ্য পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বেনবেইস) মধ্যে ঠান্ডা লড়াই চলিতেছে। এমপিওভুক্তির আওতায় দেশে বর্তমানে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ৩ লক্ষ ৮০ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী বেতনের সরকারী অংশ পাইতেছেন। বৎসরে ৩টি প্রান্তিকে অর্থাৎ প্রতি ৪ মাস অন্তর শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের টাকা ছাড় করা হয়। শিক্ষা অধিদপ্তর এবং বেনবেইস

(২য় পৃষ্ঠায় ৫-এর কঃ দ্রঃ)

ঠান্ডা লড়াই

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

যৌথভাবে এই ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন। কিন্তু উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় না থাকায় অসহায় নিরীহ শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ নিদারুণ হয়রানির শিকার হইতেছেন। শিক্ষা অধিদপ্তর ও বেনবেইস-এর মধ্যে মূল দ্বন্দ্ব শুরু হইয়াছে এমপিও সংশোধনী ও সংযোজনকে কেন্দ্র করিয়া। এমপিওভুক্তির প্রতি প্রান্তিকে সংযোজন ও সংশোধনীর তদবির সুপারিশ নিয়া দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে অসংখ্য শিক্ষক-কর্মচারী ঢাকায় ছুটিয়া আসেন। তাহারা কখনও শিক্ষা অধিদপ্তরে আবার কখনও বেনবেইসে তদবির শুরু করিয়া দেন। ফলে দেখা দেয় বিশৃংখলা। হয়তো দেখা গেল শিক্ষা অধিদপ্তরে কাজ হইতেছে না। দে ছুট বেনবেইসে। আবার বেনবেইসে কাজ হইতেছে না, দে ছুট শিক্ষা অধিদপ্তরে। কোন না কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ হাসিল হইয়া যায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষা অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা বলেন, অধিদপ্তরে কম্পিউটার ব্যবস্থা না থাকায় বেনবেইসকে মূলতঃ শিক্ষক-কর্মচারীদের তথ্য সংরক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল। নিয়ম অনুযায়ী অধিদপ্তর হইতে শিক্ষক-কর্মচারীদের যে তালিকা বেনবেইসে পাঠানো হইবে বেনবেইস উহার তথ্য সংরক্ষণ করিয়া কম্পিউটার শিটে প্রস্তুতকৃত শিক্ষক-কর্মচারীদের তালিকা অধিদপ্তরে পাঠাইবে। কিন্তু বেনবেইস ইহার বাহিরেও দায়িত্ব পালন করিতেছে। কলেজ পর্যায়ের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন; অধিদপ্তর হইতে কম্পিউটারে কম্পোজের জন্য যে তালিকা পাঠানো হইয়াছিল শেষে দেখা গেল উহার সহিত নূতন আড়াইশত নাম যোগ হইয়াছে। অথচ অধিদপ্তরকে এই ব্যাপারে কিছু জানান হয় নাই। বেনবেইসের একজন কর্মকর্তা পাল্টা অভিযোগ করিয়া বলিলেন, শিক্ষা অধিদপ্তর প্রায়শই বেনবেইসে সঠিক তথ্য পাঠায় না। উদাহরণ দিতে গিয়া তিনি বলেন, জনবল কাঠামো অনুযায়ী কুমিল্লার বরুড়া থানাধীন আবুল বাশার কারিগরি কলেজের ৫ জন শিক্ষক ও ৪ জন কর্মচারীর নামে এমপিওভুক্তির তালিকা পাঠানোর পর শিক্ষা অধিদপ্তর হইতে একই প্রতিষ্ঠানের জন্য পুনরায় ৩৭ জনের নামে এমপিওভুক্তির সুপারিশ পাঠানো হয়। বেনবেইস হইতে পর পর দুইবার এই তালিকা ফেরত পাঠানোর পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যরা প্রতিষ্ঠানটি সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য গেলে তাহাদের বিপুল উৎসাহের সহিত স্বাগত জানান হয়। কমিটির সদস্যরা ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়া তদন্ত রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন 'জনবল কাঠামো অনুযায়ী উক্ত প্রতিষ্ঠানে ৩৭ জন শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্ত হওয়ার অধিকার রাখেন না'। ইতিপূর্বে বেনবেইস যে ৯ জন শিক্ষক-কর্মচারীর নামে এমপিওভুক্তির তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিল তাহাও কার্যত সঠিক হয় নাই।

একটি সূত্রের মতে, বেনবেইস ও শিক্ষা অধিদপ্তরের মধ্যে মূলত নেতৃত্বের লড়াই শুরু হইয়াছে। শিক্ষক-কর্মচারীদের ভোগান্তি দূর করার লক্ষ্যে এই অবস্থার পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

দেশ দুর্নীতিমুক্ত হয়।